অন্ধকারের দেশে

অর্ক বর্মন

আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে, চারিদিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে চরম শিখরের দিকে যাত্রায় অনেক পথ পেরিয়ে এসেও কিছুদিন আগে এক বিস্ময়কর এবং বেদনা-উদ্রেককারী খবর দিয়ে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া করার বন্দোবস্ত করেছিল এদেশের সরকার। জানিনা দেশের অন্যান্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তবে মনে হচ্ছে, সরকার যেভাবে ফ্যাসিবাদের নিড়ানি মুক্তচিন্তার জমিতে জন্ম নেওয়া নতুন শস্যের ওপর চালাচ্ছে, তাতে কিছুদিন পর মুক্ত নতুন চিন্তার সবুজ ক্ষেত নিশ্চিতভাবে মরুভূমিতে পরিণত হবে। যাই হোক, আর হেঁয়ালি না করে সোজাসুজি মূল বক্তব্যে প্রবেশ করা যাক।

৩রা নভেম্বর, নিউ দিল্লী, বিকেল ৪:৫০-এ ইন্টারনেট সার্ফিং করতে করতে চোখে পড়ল Asianet Newsable English নামের একটি নিউজ-পোর্টালে বেরোনো একটি খবর', যা আমার জন্য ছিল একাধারে মর্মান্তিক এবং হৃদয়বিদারক।

> Joker won't be shown on Indian TV, FCAT says it glorifies violence.

হ্যাঁ! 'Joker' আমাদের দেশে ব্যান্ড্! ওই অনলাইন আর্টিকেলটিতে আরও বলা হয়েছে,

> In its order, the FCAT said: "We tend to agree that the film glorifies violence and in case it is seen by non-adults, it would have lasting effect on their impressionable minds.

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই যে সরকার কথিত 'glorified violence' (যার কোনও লেশমাত্র এই সিনেমাতে নেই), তা তো ভারতীয় সেন্সর বোর্ড স্বীকৃত অন্য বহু সিনেমাতেই এত বছর ধরে আমরা দেখে আসছি! সেকথায় পরে আসা যাবে, আপাতত একটু 'Joker' সিনেমাটিতে চোখ ফেলা যাক।

যে 'Joker'-কে সেন্সর বোর্ড ব্যান্ড্ বলে ঘোষণা করল, সেই সিনেমাটি আসলে জোকার চরিত্রের একটি 'Alternate Origin Story'. সিনেমাটির পরিচালক টড ফিলিপ্স্ ২০১৭ সাল পর্যন্ত এর চিত্রনাট্যের উপরে কাজ করেছিলেন। Joaquin Phoenix, অর্থাৎ মুখ্য অভিনেতা জোয়াকিন ফিনিক্স যুক্ত হন ২০১৮য়। সিনেমাটি সর্বকালের সর্বোচ্চ বিপণিত সিনেমাগুলির মধ্যে ৩১ নম্বরে আছে। এটি ১১টি বিভাগে অ্যাকাডেমি পুরষ্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল, যার মধ্যে জিতে নিয়েছিল দুটি। জোয়াকিন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরষ্কারটি পান। অন্যটি আসে শ্রেষ্ঠ আবহসঙ্গীতে। এটি প্রথম R-rated সিনেমা যা ১০ কোটি আমেরিকান ডলার আয় করার সীমা টপকেছিল। সিনেমাটির কাহিনি যদিও DC

Comics-এর মূল কাহিনিটি পুরোপুরি অনুসরণ করেনি। বরং এটি মার্টিন স্করসেসের বিখ্যাত সিনেমা 'Taxi Driver' থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে। সিনেমাটিতে জোকার অর্থাৎ জোয়াকিন ফিনিস্ক-এর নাম আর্থার ফ্লেক, যিনি আস্তে আস্তে পাগলামি এবং নিহিলিজ্‌ম্‌-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। শুরু করছেন একটি হিংসাত্মক সাংস্কৃতিক প্রতি-বিপ্লব, 'দ্য গথাম সিটি'র বিরুদ্ধে (যে শহরে সে নিজেই বসবাস করে)। সিনেমাতে দেখানো হচ্ছে আর্থারের হাসি বা হাসতে থাকা ক্রমশ একটি ভয়ানক রোগের দিকে চলে যাচ্ছে। এর কারণ Pseudobulbar effect (PBA) বা, Emotional Incontinence, যেটা একধরনের স্নায়বিক অস্বাভাবিকতা। এই রোগে রোগী হঠাৎ করে প্রচন্ড হাসি, কান্না, বা রাগের বশবর্তী হয়ে পড়ে এবং তা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। এর উপর রোগীর কোনোরকম হাত থাকে না। আর্থারের এইধরনের মানসিক রোগের উৎপত্তি কী করে হয়, সিনেমাতে স্পষ্টভাবে তার ব্যাখ্যা মেলে না। কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে এই রোগকে আরও গভীরভাবে বাড়িয়ে তুলছে সমাজ এবং গথাম শহরের প্রশাসন, যারা প্রতি মুহূর্তে আর্থারের জীবন থেকে সুখ এবং হাসির সমস্ত কারণ কেড়ে নিচ্ছে। সেজন্য নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে সে তথাকথিত 'সভ্য নাগরিক'দের বিরুদ্ধে একপ্রকার ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালু করে।

DC Comics-এর ব্যাটম্যান সম্পর্কীয় গল্পের আরেক সার্থক ফিল্ম-রূপকার পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলান-এর মাস্টারপিস 'The Dark Knight'-এর একজন আইনজীবি চরিত্র হার্ভি ডেন্ট বলছেন, "You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain." গথাম শহরের বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণনা করার জন্য এমনই এক চরম নৈরাশ্যবাদী এবং শূন্যবাদী দর্শন-ভাবনার অনুরণন আমরা টড ফিলিপ্সের জোকার-এও ফুটে উঠতে দেখতে পাবো। সিনেমাটি দেখতে দেখতে, বা দেখা শেষ হওয়ার পরে ভাবতে গিয়েও, কখনও এটা মনে হবেনা যে "Joker... glorifies violence." টড ফিলিপ্স্ সিনেমার গল্পের ও দর্শন-ভাবনার প্রয়োজনেই তথাকথিত হিংসাত্মক দৃশ্যগুলি দেখিয়েছেন। জোকার কোনও একটি চরিত্র নয়, একটি মানসিক অবস্থা, একটি মনোবিদ্যক বিষয়। সমাজের কদর্যতা, এবং তার ফলস্বরূপ একজন মানুষের কদর্যতার চূড়ান্ত দিকগুলিকে সে চিত্রায়িত করে, তা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিয়ে যায় জোকার। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, অথবা বলা চলে কেন্দ্রীয় যে বিষয়টি জোকার-এর প্রতিপাদ্য, সেটি হল, সমাজের নৈতিকতা যে বিভিন্ন রকম অবদমন আর হিংস্রতার উপরে তৈরি হয়ে ওঠে, সেটাকে সামনে নিয়ে আসা। এটাকে সামনে নিয়ে আসা জরুরি, কারণ নৈতিকতার অংশ হয়ে পড়ায় আমরা বুঝতেই পারি না (অথবা, বলা ভালো আমাদের বুঝতে দেওয়া হয় না) সামাজিক স্বীকৃতি সহকারে আমরা নিজেরাই অজস্র হিংসামূলক আচরণ করে চলি অন্য আরও অনেকের উপরে। পুরুষ হয়ে মেয়েদের উপরে, এলিট হয়ে সাবল্টার্নের উপরে, মালিক হয়ে শ্রমিকের উপরে, শহুরে হয়ে গ্রাম্যের উপরে। সমাজের মধ্যে অবস্থান করেও, যেখানে সমাজের পাঁক অভ্যস্ততার কারণে মনে হতে শুরু করেছে স্বচ্ছ পানীয় জল, সেখানে চিৎকার করে চোখে আঙুল দিয়ে হিংসার বাস্তবতাকে তুলে ধরার মধ্যে কোনো ভুল নেই। আসলে শিল্পের মধ্যে কোনো ভুল থাকে না। ইতিহাস জুড়ে শিল্পীরা এই কাজটি করার সামর্থ্য দেখিয়ে এসেছেন। জোকার সেখানে একটি সংযোজন মাত্র।

এবারে আমরা আসি ভারত রাষ্ট্র এবং এই মুহূর্তে তা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রাজনৈতিক শক্তিটির প্রসঙ্গে। আমরা জানি তেনাদের 'বদান্যতা'য় জেলগুলোতে পচছে অসংখ্য নিরপরাধ শিল্পী ও মেধাজীবি মানুষ। সার্জিল, উমর, স্ট্যান স্বামী, কবি ভারাভারা রাও, সুধা ভরদ্বাজ থেকে শুরু করে সেই লিস্ট অনেক দীর্ঘ। আমরা জানি তেনাদের 'বদান্যতা'য় দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে, মুসলমান মানুষদের নির্বিচারে কুচিকুচি করে মারা হয়। আমরা জানি তেনাদের 'বদান্যতা'য় গ্রামের পর গ্রাম, জঙ্গলের পর জঙ্গল বেসরকারি কর্পোরেট কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয় কারখানা বা খনিজ উত্তোলন-কেন্দ্র বানানোর জন্য। মোট কথা, এত নিষ্ঠুর এবং এত হিংস্র এক ব্যবস্থা আমরা আমাদের এত কাছে আর একটাও দেখাতে পারবো না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা এমনিও এটা দেখাতে পারবো না অন্যকে। চাইলেও পারবো না। তার একটা কারণ তেনারা আমাদের পিটিয়ে মেরে জেলে চালান করতে পারেন। আরেকটা কারণ, তেনারা তাঁদের হিংস্রতাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে পেরেছেন অহিংস্রতার চাদরে। তাই দিনের আলোয় জয়শ্রীরাম বলে কেটে কুপিয়ে ফেললেও সেটা আমাদের কাছে একটি স্বাভাবিক সামাজিক বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়। জোকারের মধ্যে রয়েছে ওই চাদরটি ফর্দাফাঁই করে দেওয়ার সম্ভাবনা। সেটাই আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়, কেন ভারত রাষ্ট্র এবং ভারতের এই মুহূর্তে সবথেকে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলটি প্রভাব খাটিয়ে সিনেমাটির প্রদর্শন বন্ধ করে দিতে চাইছে।

আর কারোর কথা বলতে পারবো না, ইকারাসের এই মঞ্চটিকে ব্যবহার করে আমি অন্তত এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রাষ্ট্রের তরফে এটা শুধু নিজেদের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টাই নয়, এটা শিল্প ও শ্রমের অমার্যাদাও বটে। আমাদের ভুলে যাওয়া পাপ যে এই জোকার চরিত্রটিই পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্য কী ভয়ানক অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা হিথ লেজার। একটা হোটেলের ঘরে, একটা কোণায় কয়েকমাস নিজেকে আবদ্ধ রেখে তিনি গলার স্বর প্রক্ষেপণ চর্চা করেছিলেন এই চরিত্রটির জন্য। নিজেকে মানসিকভাবে ওই সাইকোপ্যাথিক চরিত্রে প্রতিস্থাপন করিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে মানসিক অবসাদের কারণে শরীর ও মন ভেঙে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, এমনকি The Dark Knight-এর বিশ্বজোড়া সাফল্য অথবা তাঁর জোকার চরিত্রটির প্রসঙ্গ মানুষের মুখে মুখে ফেরা, এইসব কিছুই তিনি দেখে যেতে পারেননি। একই কথা প্রযোজ্য আমাদের আলোচিত জোকার সিনেমাটি নিয়েও। জোয়াকিন এই সিনেমাতেও নিজেকে ভেঙেচুরে প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি কেন সত্যিই ফিনিক্স। ভারত রাষ্ট্রের এই আচরণে শিল্প, শিল্পী, আর শ্রমকে খুন করার এক খুনি মানসিকতাই প্রকাশ পাচ্ছে আমার কাছে।

সমস্ত কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের কাছে আমার আবেদন, আসুন আমরা এক হই এবং সরকারের জঘন্যতম এই কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। আসুন, শিল্পকে আর শিল্পীকে ভালোবাসি, নিজেদের আরও জানি, এবং গড়ে তুলি নতুন বিশ্ব।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় কথা মিলিয়ে শেষ করি,

শিল্পকে যে মানুষ ভালোবেসেছে তার মৃত্যু নেই...

---

[১] https://newsable.asianetnews.com/entertainment/joaquin-phoenix-starrer-joker-won-t-be-screened-on-indian-tv-vpn-qj7wuo